মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৪২১ ❀ মার্চ, ২০১৫

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-বাণী ও শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৪
৩।	মহাভাগ্যের কুসুমের নাম কৃষ্ণের সংসার	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৪।	কষায় নাশ পর্যন্ত সাধকের ভয়	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৯
৫।	লোকলজ্জা ভজনের বাধা	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১০
৬।	গৌড়ীয় দর্শনে প্রচার	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১২
৭।	মহারাজের পুনে শহরে শিক্ষা প্রচার	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৩
৮।	বাংলাদেশ প্রচার প্রসঙ্গ	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	১৪
৯।	কলকাতা বইমেলায় গৌড়ীয় মিশন (২০১৫)	—	১৫
১০।	আসামে উগ্রবাদী পীড়িত শরণার্থী শিবিরে গৌড়ীয় মিশন	—	১৬
১১।	প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলী	—	১৭
১২।	কলকাতায় শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫২ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ফাল্গুন, ১৪২১ ❀ মার্চ, ২০১৫

সারকথা

ঐকান্তিক ভক্ত ও ভগবান্ কিরূপ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৪৬-৪৭)

পরমহংস বা বৈষ্ণবের লক্ষণ কি?

শরণাগতের,—অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁ'রে করে তৎকালে আত্মসম ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৯৯,১০২)

ভক্ত কি কাহারও ধার ধারেন?

কাম ত্যাজি, কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রদিগের কভু নহে ঋণী ॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন ॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪০, ১৪২, ১৪৩)

কৃষ্ণনামগ্রহণকারী কিরূপ?

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র, যদি অসৎপথে চলে ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১৯৮)

শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-বাণী

জীবের ক্লেশ দেখিলে বৈষ্ণবের হৃদয় কৃপায় আর্দ্র হয়, জীবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বা ভগবদ্ভক্তিবিদ্বেষ দেখিলে সে জীবের প্রতি কঠিন হইয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন।

সংসার যতক্ষণ ভজনানুকূল থাকে, ততক্ষণ তিনি স্বীয় স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির প্রতি অত্যন্ত কোমল-হৃদয় হন। সংসার যখন ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে, তখন তিনি কঠিন-হৃদয় হইয়া স্ত্রী-পুত্রের ক্রন্দনের মধ্য হইতে চিরজীবনের জন্য বিদায় লইয়া থাকেন।

সদ্ধর্ম্ম দেখিলে মৈত্রী-সহকারে তাঁহার হৃদয় কোমল হয়। সদ্ধর্ম্ম-বিরোধ দেখিলে তাঁহার হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য স্বভাব যে পুরুষে লক্ষিত হয়, তিনি মহানুভব বৈষ্ণব।—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না. যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব-আচার হয় না। অসৎ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন।

—(শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

বৈষ্ণবই অপরকে বিষ্ণু-পূজার অধিকার দিতে সমর্থ। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কোনকালেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। গুরু-বৈষ্ণবের অপূজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিতে পারে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদিত হয় না।

—(ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ১৮৫ পৃঃ ❑

শ্রী শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

'বৈষ্ণবের দাস' বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। যাঁহাদের হৃদয়ে 'আমি বৈষ্ণব'—এই বিচার আছে, তাঁহারা 'বৈষ্ণব' নহেন।

শ্রুতি বলেন (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩),—

''যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥''

যিনি শ্রীভগবান্ ও গুরুদেবে অচলশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাঁহারই হৃদয় পরমার্থিবিষয়ক সত্যবাক্য প্রকাশিত হয়। গুরুদেব শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিকেই অর্থ প্রদান করেন, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে বঞ্চনা করেন; কারণ, তত্তৎ অধিকারী ব্যক্তির সেই সেই বিষয়ে যোগ্যতা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, যে, অধোক্ষজ-সেবা-ব্যতীত জীবের মঙ্গল-লাভের আর কোনও পথ নাই। পরমসেব্য-বস্তুর সেবা আমার গুরুদেব ব্যতীত আর কেহই করিতে পারেন না—এই উপলব্ধির অভাব যেস্থানে, সেস্থানেই মানবজ্ঞান অন্য-প্রকারের। যাঁহারা অন্য-কথায় প্রমত্ত আছেন, তাঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?

প্রকৃত গুরুর নিকট প্রকৃতপক্ষে গমন না করিয়া, ''আমরা গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি''—এই কপট অভিমান হইতেই যাবতীয় অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার পর ইতর-বিষয় অভিনিবেশ কি প্রকারে থাকিতে পারে? আত্মম্ভরি-ব্যক্তিগণ সত্য সত্য গুরুর নিকট না গিয়া অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ বা সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত না হইয়াই গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি'' এইরূপ নিরর্থক বাক্য বলিয়া থাকে। আমরা গুরুদেবকে 'গুরু' জ্ঞান না করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের 'শিষ্য' বা শাসনযোগ্য বস্তুতে পরিণত করি,—তাঁহাকে নিজ-ভোগ্য বা অক্ষজজ্ঞানগম্য মনে করিয়া গুরু-বৈষ্ণবাপরাধে পতিত হই।

জীব যখন নিষ্কপটে শ্রীভগবানে এইরূপ আত্মনিবেদন জ্ঞাপন করেন, তখন শ্রীভগবান্ মহান্তগুরুরূপে আবির্ভূত হন। মহান্ত গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ না করিলে কেহ অধোক্ষজ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আবার অধোক্ষজ-সেবা-ব্যতীত আত্মপ্রসাদ-লাভ অসম্ভব। অক্ষজ-বস্তুর সেবায় মননেন্দ্রিয়ের তর্পণ হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয় না।

উত্তম বা মহাভাগবত সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন করেন, কিন্তু ভূতদর্শন করেন না; (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ)

''স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥'' ❑

মহাভাগ্যের কুসুমের নাম কৃষ্ণের সংসার

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান—শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ। তাং ০৮/১২/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে আমরা নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আজ গৌরদাস প্রভুর বাড়ীতে ভক্তগণের সমক্ষে কিছু ভগবদ্ কথা প্রসঙ্গ আলোচনা করার একটা সুযোগ পেয়েছি। ভগবানকে ডাকা, বলা ভগবানের সেবা করার উপযুক্ত সময় স্থান, কাল, পাত্র অপেক্ষা করে। সেইজন্য যখন আমরা ভক্তরা একত্রিত তখন কি করব? ভগবানের নাম গুণগান কীর্ত্তন করব। ভগবানের সেবা প্রস্তুতি করব এগুলো গৌড়ীয় মিশনের সিদ্ধান্ত। যখন আমরা সময় পাই তখন ভগবানকে ডাকা ছাড়া সময়ের আর কোন উপযুক্ত ব্যবহার হতে পারে না। ভগবানকে আমরা দুই ভাবে পেতে পারি, এক হচ্ছে তাঁর প্রসঙ্গ করে আর এক হচ্ছে তাঁর পরিচর্যা করে। এসমস্তের দ্বারা ভগবানের তোষণ হয়, ভগবান খুশি হন, রাজী হন। ভগবানের মধুর নামাবলীর কীর্ত্তন, ভগবানের মধুর ভক্তগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনার দ্বারা আমাদের ভক্তি বা প্রীতি সমৃদ্ধ হয়। এই সমৃদ্ধ ভক্তি যাদের তাদের আমরা ভক্তি জগতে উচ্চতর বস্তু বলে মনে করি।

ভক্তি কি? যম মহারাজ বললেন যে ''তন্নামগ্রহনাদিভিঃ''—অর্থাৎ তাঁর নাম কীর্ত্তন করা দরকার। নাম, রূপ, গুণ লীলা আদি—এদের প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করলে ভক্তিরাজ্যে আমাদের পথ প্রশস্ত হয়। পরিচর্যা বলতে ভগবানের সেবার জন্য হাত পা চালিয়ে আমরা যা কিছু করি তাই। আমরা ঘরে থাকি, বনে থাকি বা অন্য কোথাও থাকি না কেন এসবের কথা আসে না। যত আমরা অনিত্য জিনিসকে নিয়ে যত নাচানাচি করব ততই অমঙ্গল। এ সমস্তকে বাদ দিয়ে যদি ভগবানের নাম, গুণ, কীর্ত্তনাদি করা যায় তাহলে জীবের নিঃশ্রেয়স লাভ হবে। নিঃশ্রেয়স মানে নিত্য প্রিয়, নিত্য মঙ্গল এবং নিত্য জগতে বাস। জগতে তো কেউ নিত্য প্রিয় নয়। যেখানে নিত্য প্রিয়ের অভাব সেখানে অমঙ্গল, অকল্যাণ এবং অন্যান্য জিনিসের স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও সেখানে প্রকৃত ভগবদ্ ভক্তগণের নিশ্চিন্তে থাকার কোন কথা নাই।

শাস্ত্র বলছেন—

'যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥

''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

''সংকীর্ত্তন'' মানে সম্যগ্ কীর্ত্তন অর্থাৎ সুকীর্ত্তন করতে হবে, ভগবানের সুখের উদ্দেশ্যে থেকে ভক্তগণের সুখের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে সৎসঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি প্রসঙ্গ করতে হয়। এর দ্বারা আমরা আত্মাকেও সন্তুষ্ট করতে পারি আবার ভগবদ্ভক্তগণকেও সন্তুষ্ট করতে পারি। সেজন্য সুকীর্ত্তন যাতে হয়, সুন্দরভাবে ভগবানের সুখকরী সেবা রচনা যাতে হয় এবং ভগবানের সুখকরী ভক্তগণকে যদি আমরা আনন্দিত করতে পারি তাহলে কীর্ত্তনের দ্বারা আমাদের নিত্য মঙ্গল হয়। আপনারা মানুন আর না মানুন শাস্ত্রের বাণী এইটা।

''যদি করবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা দূরে পরিহর ॥''

আমাদের চিত্তে যতপ্রকার আবিলতা আছে সেই আবিলতা থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আসছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের থেকে আমাদের উদ্ধার হয় না যদি ভক্তসঙ্গ না হয়, যদি ভক্তসঙ্গে কীর্ত্তন অনুশীলনের বস্তু না হয়। **আমার ভালো লাগে তাই করছি এটা নয়, আমরা ভগবানের সুখের জন্য করছি এটাই হচ্ছে কথা**—সেজন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বললেন—

''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
আচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥''

নাচ গাও ভক্তসঙ্গো যদি নিষ্ঠা করে, ভগবানের ভক্তসঙ্গে বসে বা থেকে যদি হরিতোষণ পর ক্রিয়া করি তাহলে সেটা অধিকতর সুখদায়ক হয় এবং আমাদের আত্মারও সুখদায়ক হয়। আমরা বলি—

''আত্ম ইন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা—তারে বলে (কাম)।
কৃষ্ণ ইন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে (প্রেম) নাম ॥''

'আত্ম' শব্দে এখানে দেহকে বলা হয়েছে। 'আত্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান, মুখ্য অর্থে ভগবানকেই বোঝায়।

রাজা প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভু দেখা দিবেন না, রাজা বিষয়ী বলে, কিন্তু সেই মহাপ্রভুই আবার সার্বভৌমের কথায় রাজার ছেলেকে নিয়ে এসে উপস্থাপিত করতে বললেন।

রাজার পুত্রের শ্যামল বরণ (কৃষ্ণ) রূপের স্মরণ করিয়ে দিল মহাপ্রভুকে, সে যখন ফিরে গেল রাজা তখন তাকে আলিঙ্গন করে প্রেমসিক্ত হলেন। মহাপ্রভুকে ভক্তি করার উৎকোচ স্বরূপ মহাপ্রভু রাজার ছেলেকে কৃপা করে পৌঁছে দিলেন। সার্বভৌম অনেক request করেছিলেন কিন্তু মহাপ্রভু বললেন আর যদি বেশী বলেন বিষয়ীর সঙ্গে আমাকে মেশা-মেশি করতে, তাহলে আমি আর এখানে থাকব না, চলে যাব। মহাপ্রভু বললেন এখানে থাকলে শুধু বিষয়ের কথা, রাজ-কায়া দর্শন। শাস্ত্রে রাজকায়া দর্শনের কথা নিষিদ্ধ আছে। এসব কথা বলার পরে তখন মহাপ্রভু রাজার ছেলেকে মেল-বার কথা বললেন। এতে রাজা প্রতাপরুদ্র খুব খুশি হলেন। এইভাবে প্রণয়ী তাঁর প্রণয়টা বয়ে নিয়ে গেল তো রাজ দরবার পর্য্যন্ত। তেমনিভাবে আমাদের ভগবানের প্রসঙ্গ পরিচর্যা করতে হবে যাতে ভগবানের সুখ হয়। শাস্ত্রে একটা কথা আছে যে সুখ কাকে বলে?—প্রিয়স্য সেবা সুখ-রূপৈব'—প্রিয়ের সেবা করলেই সুখ এছাড়া আর কিছু নাই জগতে, কোথাও কিছু নাই। আমরা প্রিয় ভেবে ভগবানের ও তাঁর প্রিয়ের যদি দর্শন শ্রবণ করতে পারি তাহলে সেটাই Success আমাদের জীবনে। আমরা যে যত বড় ধনী হই যে যত বড় গরীব হই, যে যত বড় মূর্খ হই না কেন—এসবের কোন বিচার নাই ভগবানের কাছে আছে শুধু স্নেহের লেশ। যদি একটু স্নেহের লেশ কেউ ভগবানের সম্বন্ধে নিজের হৃদয়ে গাঁথতে পারে, ভগবান তার দ্বারা সুখী হন। জগতে আমরা দেখছি আজকের রূপ কালকের রূপের সঙ্গে মেলে না, আজ-কের ব্যবস্থাপনা কালকে কিছু থাকে না, থাকে শুধু ভগবদ্ সেবাপর যে সমস্ত কীর্তি। জগতের কোন কীর্তিকে আমরা গণ্য করব, শ্রেষ্ঠ বলব?—কৃষ্ণ বিষয়ক সমস্ত সেবাকে শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা হয় কৃষ্ণ কীর্ত্তন এই শ্রেষ্ঠ। কীর্তি যারা শ্রবণ করতে পারেন, ভগবানের ভক্তগণের সঙ্গের দ্বারা তারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

শাস্ত্র বলছেন—সংসারী লোকের জীবনটা কি রকম?—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'—এটা কি রকম এবং এখানে লোকেরা কি করে?—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োহপি দেব
যুস্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ (ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবানের প্রসঙ্গ বিমুখ যারা তাদের কাছে এই সংসারটা ভালো লাগার বস্তু কিন্তু সংসারের কোন জিনিস তো নিত্য-কাল থাকে না। আমার ভালো লাগার পাত্র সে তো নিত্য-কাল থাকে না। হয়ত আমি চলে যাই নয়তো আমার ভালো-বাসার পাত্র চলে যায়। তাহলে সেখানে ভালোবাসাটা নিত্য-কাল থাকে না। যে সম্বন্ধে চর্চা করলে আমাদের নিত্যত্ব লাভ করা যায় না, তার থেকে দূরে এসে ভগবান নিত্য প্রভু, নিত্য ত্রাতা, নিত্য পাতা যিনি তাঁর চরণে শরণ নিতে হবে। রাজা পরীক্ষিতকে শুকদেব গোস্বামীপাদ বললেন—রাজা! তোমার সমস্ত রাজকার্য্য, রাজ-প্রতিষ্ঠাদিতে যতদিন তুমি মজে থাকবে ততকাল পর্য্যন্ত ভগবদ্ সুখকর কোন আনন্দ তুমি পাবে না। রাজার কি কম ঐশ্বর্য্য আছে, না কম বিষয়াদি আছে? সেজন্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী খুব কৌশলে তার কাছে প্রস্তাবিত করলেন যে—

''তস্মাদেকেন মনসা ভগবান সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয় পূজ্যশ্চ নিত্যদাঃ ॥''

'তুমি ভগবান এবং ভক্তের কথা শুনতে শেখো' বলে তাকে শেখালেন এবং সমস্ত শাস্ত্রের সার নির্যাস করে তাকে বললেন—দেখ, যা কিছু তুমি দেখছ সব ভগবানের দ্বিতীয় রূপ, এটা বাস্তব রূপ নয়, ভগবানের রূপ কল্পনা করতে শেখো, এসবের মধ্যে ভগবান আছেন জানতে শেখো। যেটা আমার ভোগের বস্তু ছিল সেটা যে ভগবানের অংশ বিশেষ এবং সে ভগবানের ঘর থেকে অপেত সে সমস্ত জিনিস তাকে ধ্যান করতে বললেন, তাহলে রাজা প্রণাম করার বুদ্ধিটা আসবে। যেখানে প্রণাম করার বিচার নাই বুদ্ধি নাই সেখানে মায়ার তাণ্ডব লীলা। ভগবানের দর্শন অভাবে মায়ার তাণ্ডব লীলাটা হয়ে থাকে—

''একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্।''

ভগবানে একান্ত ভক্তি করলে আমাদের কি হবে?—আমাদের চতুর্ভুজ রূপ হয়ে যাবে না বা ভগবান হয়ে যাব না কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান আছে জেনে প্রণাম করতে শিখলে প্রকৃত ভক্তি যাজন করা হয়। যেমন—নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন, অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন।'' দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর এই যে চারটে রস আছে যে চারটে রসের দ্বারা ভগবান বশীভূত হ'ন। ''রসো বৈ সঃ''—রসের যেখানে উদ্বেলন সেখানেই ভগবান আছেন, থাকেন ও শোনেন।

''ব্রহ্মান্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণর প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥''

সেই ভক্তির বীজ মালা গেঁথে হৃদয়ে গ্রহণ করে তার মঙ্গলের রাস্তা খুলে যায়। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর জগতে এসে জগতের দুঃখকে চিরকালের জন্য মুছে ফেলবার জন্য এবং পরমানন্দের আনন্দ প্রচার করবার জন্য নাম সংকীর্ত্তন প্রচার করেছেন। **নাম সংকীর্ত্তন এমন একটা জিনিস যে জপে তার কৃষ্ণে হয় অনুরাগ।** অনুরাগের কথা এখানে আসছে। **অনুরাগটা এমন জিনিস যেটা অন্য কোনভাবে পাওয়া যায় না, অনুরাগী জনের সান্নিধ্যে, অনুরাগী জনের সঙ্গে মেলা-মেশার দ্বারা হয় আর অনুরাগী জনের দর্শন, স্পর্শন তাঁর কীর্ত্তিত কথন এবং তাঁর সেবার দ্বারা সেটা বোঝা যায়।** কৃষ্ণে অনুরাগ যার তিনি **মহাভাগ্যবান এবং মহাভাগ্যের যে প্রসূন কুসুম সংসারে ছেয়ে আছে সেটা হলো কৃষ্ণের সংসার।**

''কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, নামে রুচি সর্ব্বধর্ম-সার ॥''

আমরা একথাগুলো শুনলেও, বললেও হবে না, জীবনে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমার Practical ভগবদ্ সুখের দ্বারা প্লাবিত না হ'ব ততক্ষণ সমস্ত সুখ বৃথা। ভগবান গৌরসুন্দর ভগবান শ্যামসুন্দর এই রসতত্ত্বের মালিক, ভক্তি সমুদ্রের মালিক। 'ভক্তি পরেশানুভব'—ভক্তির পরেশ মানে ভগবান, পর + ঈশ।

মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে closed door campus-এর মধ্যে থেকে কীর্ত্তন করেছিলেন বাইরের লোকের যাওয়ার কোন উপায় ছিল না। এতে বাইরের লোক দুঃখিত হলো তারা নানা-ভাবে উপদ্রব দেখালেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে ভীত সন্ত্রস্ত্র করবার চেষ্টা করলেন। রাজ দরবার পর্য্যন্ত খবর গেল। তখনকার যিনি মুসলমান রাজা ছিল তিনি নাম সংকীর্ত্তন করতে দেবে না। একথা শুনে মহাপ্রভু বললেন সংকীর্ত্তন করতে দেবে না? কে দেবে না? দেখছি! মহাপ্রভু যখন শ্রীবাস অঙ্গনে এসে প্রেম বিতরণ করলেন তখন এরকম একটা বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং against এ তারা fight করেছিল। সেজন্য কাজী দলন উদ্ধার একটা episode আছে মহাপ্রভুর লীলায়। এর অর্থ আমরা বুঝতে পারি যে ভক্তদের একই সুরে একই হৃদয়ে বাঁধবে তার joint effort.

''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন'' এই পয়ারটার উপর Stress and emphasis দিয়ে কি করলেন, তিনি সমস্ত লোককে বললেন সবাই একটা করে মশাল হাতে নিয়ে আসবে, আমরা আজকে কাজীকে দলন করতে যাব। কাজীর বাড়ীতে যখন গেলেন, কাজী কি করে আসবেন মহাপ্রভুর সামনে কূল পেলেন না, মহাপ্রভু লোক পাঠিয়ে কাজীকে ডাকালেন তখন কাজী মাথা হেঁট করে এলেন। মহাপ্রভু তাকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে 'মামা' সম্বোধনে কিছু প্রশ্ন করলেন। কাজী কোন কথা বলতে পারলেন না তখন মহা-প্রভু তাকে বুঝিয়ে দিলেন ও কাজী মহাপ্রভুর চরণে শরণা-গত হলেন। এইভাবে কাজীকে উদ্ধার করেছিলেন। কাজী উদ্ধারণ লীলা মহাপ্রভুর একটি প্রকৃষ্ট প্রেম বিতরণলীলা। উদ্ধার মানে কি?—তাকে সমস্ত negativity-র থেকে অর্থাৎ কাজীর যত negative idea ছিল সব খণ্ডন করে তাকে পরম ধর্মেশ্বর ভগবানের উপাসনার কথা বলেছিলেন। সেইজন্য বলছি ভগবদ্ বিমুখ জনের বাইরের রূপটা কি রকম?—

''অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়না
.....
যুস্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥'' (ভাঃ ৩।৯।১০)

ভগবানের প্রসঙ্গ বিমুখ হলে এই জগতটা আমাদের থাকার জায়গা হয়। ভগবানের প্রসঙ্গ বিমুখ না হলে কেউ এ স্থান-টাকে ভালো বলে গ্রহণ করবে না, এ-স্থানটা হচ্ছে সবসময় উপদ্রুত, এখানে যারা বাস করে তারা মনে মনে নানারকম জল্পনা কল্পনা করে, নানারকম বিষয় আশয় ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে চিন্তান্বিত থাকেন। এতবেশী চিন্তা আসে যে রাত্রিকালে তাদের ঘুম হয় না এবং স্বপ্নের তাগিদে উঠে পড়া এগুলো শুধু মানবের নয়, দেবতাদের পর্য্যন্ত আছে। 'দৈবাহতার্থ রচনা' দৈব যারা তারা হত হয়ে যায়। 'রচনা' তাদের plan project সম্পূর্ণ হতে পারে না সেজন্য তারা দুঃখী থাকে। কিন্তু এই দুঃখের থেকে উঠতে গেলে সুখময় পুরুষ শান্তির রাজ্য তাকে নিতে গেলে ভগবদ্ ভক্তসঙ্গে আসতে হবে।

ভগবদ্ভক্তের সংস্পর্শে আসলে চিত্ত নির্মল হয় এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বাঞ্ছা থেকে বিরত হয়। ধর্ম করছি আমরা কেন? অর্থ লাভের আশায় এবং অর্থলাভ করছি কিসের জন্য, কাম উপভোগের জন্য আর কামভোগের পর বৈরাগ্য লাভ করবার জন্য। একমাত্র ভগবদ্ ভক্তি করলে উপরের সোপানে নিয়ে যেতে পারবে। যারা খুব চতুর তারা কত কষ্ট করেও ভগবদ্ ভক্তি লাভ করবার চেষ্টা করে। কত ধ্যানধারনা করে জীবের মুক্তি লাভ হয়। জীবের মুক্তি মানে

আমাদের দেহাশক্তি গেহাশক্তি এবং এই জগতের বিভিন্ন জিনিসের প্রতি বিপুল লোভ—সে নিজে থেকে এই সমস্ত ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। সেজন্য ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এগুলো যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ে ঈপ্সিত বস্তু রূপে থাকে ততক্ষণ ভগবানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছেই হয় না, এসমস্ত দিকে মহাপ্রভু গেলেন না। এসমস্ত জিনিসে ঈপ্সা না বাড়িয়ে নিজের অন্তঃস্থ আত্মাকে একটু জাগাতে চেষ্টা করতে হবে। তাহলে কি হবে? 'নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন' আমাদের চিত্তে তখন স্থান পাবে। আমরা বুঝে করি আর না বুঝে করি এগুলো করলে ফল ফলবে। যেরকম ওষুধ খেলে রোগ নিবারণ হয় সেরকম সংসার রূপ তরঙ্গ থেকে আমাদের ঔদ্ধার হবে।

''অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।''
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্তস্য লক্ষণম্ ॥''
(মহাভারত ৫।২২)

এই যে আমরা বহু শুনলাম শাস্ত্র, বহু পড়লাম শাস্ত্র এসবের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না—'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। আমরা ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়ে এবং 'স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ' তাঁকে জাগরণ করাতে হবে এভাবে আমরা ভগবদ্ সংসারে প্রবিষ্ট হলে চিত্তে আমাদের ক্রমশঃ ভগবদ্ প্রাপ্তির উপায় প্রশস্ত হবে। ভগবান ভক্তবশ, ভক্তিবশ আর ভক্ত ভক্তিমান মানে ভগবান ভক্তকে ভক্তি করেন আর অন্য কথা কি বলব। আমরা কখন ভক্তি লাভ করব? না যখন কৃপার বাতাসটা লাভ করবার জন্য কাতর থাকব। এই কথাগুলো শুনে আমাদের জীবনে সাবলীলভাবে ধারা প্রবাহিত থাকলে তখন ভগবানের দিকে মুখ ঘোরান হয়। আমরা ভগবানের দিকে পিছন করে আছি, ভগবানের সম্বন্ধে চর্চা যতই করিনা কেন, খুব তুচ্ছ অল্পকালের জন্য করি। আমরা যাতে ভক্তির স্বাভাবিক আচরণ করতে পারি সেই প্রার্থনাই করছি। এজন্য শুকদেব গোস্বামীপাদ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বললেন 'একেন মনসা' মানে Single Mindedly একরকম ধ্যান ধারণা নিয়ে তীব্রভাবে ভগবানের দিকে যাবার যার ইচ্ছা হবে সেসব ভক্তই ভগবানের দর্শন করতে পারবে। ''তস্মাদেকেন মনসা ভগবান সাত্বতাং পতিঃ শ্রোতব্যঃ'—এই যে সাত্বতাং পতি ভগবানের নানা অবতার তাঁর নাম শ্রবণ কীর্ত্তনের দ্বারা ভক্তিফল পুষ্ট হয়। ''সাত্বতাং পতিঃ শ্রোতব্যঃ, কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা'' নিত্যদা সে ভগবানের পূজা অর্চন আরাধনা করেন, আমাদের জীবনটাকে বিকিয়ে দিতে হবে, এরকম যারা করেন তারাই ভক্ত এবং তারা শীঘ্রই ভগবানের কৃপা পেয়ে থাকেন, ভক্তিলাভ করে থাকেন। ভগবানকে আমরা দেখছি না, দেখলেও প্রিয়রূপে দেখি না, তিনি আমার ভোগের supplier? তা নন, **শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন ভগবান কারও খানা বাড়ীর রায়তদার নয় যে, তুমি ভালো ভালো খাবে আর তিনি জোগাবেন।** ভগবান ঈশ্বর, ভগবান প্রভু, ভগবান controller, ভগবান সবার গুরু, ভগবানের এতগুণ থাকা সত্ত্বেও ভগবান ভক্ত ভক্তিমান। এই কথাগুলো আমরা শুনছি শাস্ত্রের নির্যাস করে বলা হচ্ছে। শুকদেব গোস্বামীপাদ কি বললেন—

''শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥''
(ভাঃ ২।১।২)

রাজা! তুমি কথা শুনতে বসেছ, শুনে রাখ, ভগবানের কথা ছাড়া অন্য কথা প্রসঙ্গ নগন্য ভেবে বহুভাবে শোনা হয়। শ্রোতব্যাদীন তাকে বলা হয়। তুমি এরূপ লোক, তোমাকে কি করে আমি এখান থেকে আড্ডা ছাড়াব, এখানকার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ মানে যে মায়িক সম্বন্ধ জগতে এরকম থাকলে তুমি কখনো ভগবানের কৃপা পেতে পার না। বললেন—'শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ'— জগতে অজস্র কথা শুনবার আছে অজস্র জিনিস বলবার আছে, দেখবার আছে, করবার আছে কিন্তু ভক্তের এসব কথা থাকে না। ভক্ত হলে একান্ত ভজনীয় একান্ত নিঃশ্রেয়স বস্তু লাভ করবার থাকে। ব্রহ্মা বললেন যে কিভাবে ভগবানের কাছে যেতে হবে, কর্মকান্ডের সমস্ত ব্যাপারকে অতি তুচ্ছ করে, ভক্ত সন্নিধানে যারা বসে ভগবৎ কথা শুনবার চেষ্টা করে বা চেষ্টার কুশলতা যারা অর্জন করেছে তাদেরই দর্শন হয়। কর্ম জ্ঞান এগুলোর দ্বারা তো আমাদের মায়িক Intellect, ego হয়ে থাকে কিন্তু ভগবানকে একান্ত আশ্রয় করে ভগবানের দিকে Move করতে গেলে শুদ্ধভক্তের সন্নিধানে বসতে হবে।

'শুদ্ধ ভক্ত চরণরেনু ভজন অনুকুল' ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অতি সাধারণভাবে বললেন। শুদ্ধভক্তি করতে গেলে কর্মজ্ঞান কান্ডের প্রয়াসকে তুচ্ছ করে ভক্ত সন্নিধানে বসে ভগবান—ভক্তের গুণ গৃহ্ণ করলে তাদের ভক্তি হয়। 'নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্ব্বতো স্যাৎ' আর কিভাবে বলছেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।

লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ (ভাঃ ১২।৪।৪০)
এই যে ভব সংসারের ভব বেদনা এর থেকে উপরে উঠতে গেলে আমাদের এসবকে তুচ্ছ করে ভগবদ্ভক্ত সন্নিধানে বসে হরিকথা নিরন্তর শ্রবণ কীর্ত্তন পাঠ এর দ্বারা ভগবদ্ দর্শন লাভ সহজ হয়। ❑

কষায় নাশ পর্যন্ত সাধকের ভয়

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শুদ্ধভক্তিতে ''অন্যাভিলাষিতা শূন্যং'' কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনর্থের সম্যক নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের সাধন ভক্তি শেষ হয় না। ভাবভক্তি বা প্রেমভক্তি তার পরের কথা। এই অনর্থনাশ বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আরও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কথায় অনর্থ চার প্রকার—স্বরূপবিস্মৃতি, অসৎতৃষ্ণা, অপরাধ ও হৃদয়দৈবল্য। তারপর এদের নিবৃত্তি বিষয়ে অবস্থাভেদ পাঁচপ্রকার—একদেশবর্ত্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। শুধু তাই নয় অনর্থনিবৃত্তির পরেও নিষ্ঠা প্রাপ্ত সাধকের অন্তরের সম্পূর্ণ নৈশ্চল্য সিদ্ধ হয় না যে পর্যন্ত লয়, বিক্ষেপ, অপ্রতিপত্তি, রসাস্বাদ ও কষায় আদি অন্তরায়গুলি নিবৃত্তি প্রায় না হয়। অর্থাৎ আত্যন্তিকী পর্যায়ের অনর্থনাশ না হওয়া পর্যন্ত সাধকের ভয়। সেক্ষেত্রে কষায় অনর্থ নিবৃত্তির শেষ কথা।

'কষায়' শব্দের বিশ্লেষণে তিনি বলেছেন—''শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কালে ক্রোধ-লোভ-গর্বাদি সংস্কার'' অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদি ভজন সময়ে ক্রোধ-লোভ-গর্বাদি অন্যান্য ভক্তি-বিরোধী ভাবের আবির্ভাবকে কষায় বলা হয়েছে। অন্যভাবে এও বলা যায় চিত্তের মধ্যে অনর্থের সূক্ষ্ম অবস্থান যা নাকি স্থূল অনর্থ নাশের পরেও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময় ভজনকালে মনের মধ্যে কখনও কখনও ভেসে আসে। আমরা জানি কর্মের থেকে স্বভাব এবং স্বভাব থেকে ক্রমে সংস্কার জাত হয়। কোন একটি কর্মের সূক্ষ্ম বাসনারূপ মলটিকে কষায় বা সূক্ষ্ম সংস্কার বলা হয়। এই সকল জড়ীয় কর্মসংস্কারগুলি ভক্তি পথের বাধক। ফলে ঐরূপ সংস্কার ইষ্টের সুখানুসন্ধান বৃত্তির নৈরন্তরতার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। শুদ্ধভক্তির সাধনকালে ঐ সকল বাধা বিদূরিত না হওয়া পর্যন্ত ভাবভক্তি বা প্রেম-ভক্তি লাভ হয় না। ফলে সাধকের সাধনভক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাকে প্রেমলাভে বঞ্চিত হতে হয়। এ এক চরম দুভাগ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কষায় নিজে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এর বাসস্থানটিও সূক্ষ্ম। মন, বুদ্ধি, অহংকার তারপর মহৎতত্ত্ব বা চিত্তের ভূমিকায় এর অবস্থান। শুদ্ধভক্তি জগতের গবেষকগণ তাঁদের সূক্ষ্ম গবেষণার দ্বারা ঐ পর্যন্ত গিয়েছেন। তাই চিত্তমলরূপ 'কষায়' এর প্রার্দুভাব। আমাদের ন্যায় শতশত অনাসঙ্গ ভজনকারী সাধকের মধ্যে কোটিতে দু-চারটি সাধক অনর্থের নাশ বিষয়ে serious হন। তাদের জন্য কষায় রূপ সূক্ষ্ম ও দুরন্ত অনর্থের কথা গোপন কথা এবং ঐ বিষয়ে সতর্কবাণী নিশ্চয়ই আশার কথা। শ্রীচৈতন্যদেব ''গৃহীজন শিক্ষক, ন্যাসীকূল নায়ক''। তিনি ''অনর্পিতচরিংচিরাৎ'' ভক্তিপ্রদাতা। তাই তাঁর শিক্ষামৃতের প্রথম কথা ''চেতোদর্পণ মার্জ্জনং'' অর্থাৎ তিনি চিত্তের নির্মলতার গুরুত্ব দিয়ে আত্মমল স্বরূপ সূক্ষ্মবাসনা পর্যন্ত উৎপাটনের কথা বলেছেন, যা না হলে প্রেমভক্তি লাভের প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে মহাজনদের জীবনীর মাধ্যমে এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। দেবর্ষি শ্রীনারদের দাসীপুত্র হয়ে জন্ম, ভরত মহারাজের মৃগশিশুরূপে জন্ম বা শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ক্ষেত্রেও এই কষায়ের অবস্থান দেখা গিয়েছে। শ্রীভরত মহারাজের মূর্চ্ছিত কষায়, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী-পাদের নির্ধূত কষায় ও শ্রীনারদের পার্ষদ দেহ লাভ—কষায় বিষয়ে এই তিন স্টেজ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখতে পাই। নারদ ঋষির কষায় থাকা সত্ত্বেও ভগবানের দর্শন পেয়েছিলেন অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য। পরে তিনি পার্ষদদেহ লাভ করেন। অধিকারী সাধক অনর্থ নাশের পর নিষ্ঠা-রুচির ভূমিকা প্রাপ্ত হয়েও এই কষায়রূপ অনর্থের আভাস দেখতে পান। কাম-ক্রোধ-লোভাদির সূক্ষ্ম গন্ধও কষায়রূপে শুদ্ধ হরিভজনের বাধার সৃষ্টি করে। এটি স্পষ্টরূপে তাঁর অনুভব হয়। যার থেকে ভাগ্যবান সাধক ভীত হন। এর নাশ বিষয়ে তাঁরা উপায় খুঁজতে থাকেন। পরিশেষে তীব্রতার সঙ্গে ঐকান্তিক শুদ্ধ ভজনই এর একমাত্র পথ বুঝতে পারেন।

কষায়টি একটি মল হয়েও প্রকৃত মল নয়, তার কারণ অনর্থনিবৃত্তির 'প্রায়িকী' স্টেজে একে দেখা যায় বা অনুভব করা যায় এবং ঐ স্টেজে সাধকের পতন ভয় থাকে না। এবিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ রয়েছে। ঐ পর্যায়ে বিষদাঁত ভাঙা সর্পের ন্যায় কামড় খেয়েও সাধক মরেন না বা পতিত হন না। তাই ভরত মহারাজের ক্ষেত্রে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ ব্যাখ্যা করেছেন। ভগবৎ প্রদত্ত বিপদ এসে ভরতকে ভক্ত্যুৎকণ্ঠা বর্দ্ধন করেছিল ঠিক কিন্তু বহু বৎসর প্রজাপালনে ভরত মহারাজের সূক্ষ্ম স্বাত্বিক কষায় ছিল এ বিষয়টি অগ্রাহ্য নয়। সেক্ষেত্রে তিনি শোভন ও অশোভন প্রারব্ধের কথাও উল্লেখ করেছেন। ঐ স্বাত্বিক কষায় নাশ করতে গিয়ে ভরত মহারাজকে ব্রাহ্মণ জন্মে তীব্র বৈরাগ্যময় অনাসঙ্গ জীবন কাটাতে হয়েছিল এবং নারদ ঋষিও দাসীপুত্র রূপে জন্মে সাধুসঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণে ক্রমে অনর্থনাশ হলেও মাতার মৃত্যুর পর নির্জন বনবাসে আগ্রহরূপ স্বাত্বিক কষায় ছিল। পরে উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের চরম পর্যায়ে তিনি ঐ কষায় ত্যাগপূর্বক পার্ষদদেহ লাভ করতে সমর্থ হন।

উভয়ক্ষেত্রে কষায় দগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাধা দেখা গিয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৬।২২) ''অবিপক্বকষায়াণং-দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্'' কথার উল্লেখ দ্বারা কামাদি মলযুক্ত সাধক ভগবৎ দর্শন লাভের অযোগ্য-এরূপ বলেছেন। অর্থাৎ কষায় মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সাধক বা যোগীদেরও কুযোগী আখ্যা দিয়েছেন। এদের যোগকার্য্য সম্পূর্ণ নিষ্পন্ন হয় নাই তাই। অর্থাৎ সিদ্ধ ভূমিকা লাভের জন্যও কষায়শূন্য হওয়ার আবশ্যকতা এসে যায়। শ্রীনারদ ঋষি বা শ্রীভরত মহারাজের প্রসঙ্গ আমাদের শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্ত বটে। আমাদের মত সাধক যারা দিনের পর দিন অনাসঙ্গ ভজন বা প্রাণশূন্য ভজনের উপরে এসে সাসঙ্গ-ভজনে স্বল্প রুচি লাভ করে আদরপূর্বক ভজন করে অনর্থনাশের চেষ্টায় রয়েছেন বা সে বিষয়ে কিছুটা সুফলও পেয়েছেন তাদের জন্য এখন থেকেই কষায় বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। একে দগ্ধ না করে উপায় নাই।

অনর্থনাশের শেষ পর্যায়ে এই কষায়রূপ বাধার প্রাদুর্ভাব। ভগবৎ সুখবিধানময়ী সেবায় তন্ময়তা লাভের পথে এ এক মস্ত বড় বাধা। সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রাদুর্ভাব। জড় ভরত বা নারদ ঋষির অধিকারের সঙ্গে নিজেদের বিচার করা মূর্খতা হলেও কষায় বিষয়ে সাধকের যত্ন নেওয়া উচিত। একে সঙ্গে নিয়ে সাধন করা যায় না। শুধু তাই নয় ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক হয়ে সর্বনাশের মূল হয়ে দাঁড়াতে পারে তাই ভয়।

এই প্রকার অনর্থনাশের একটি নিদৃষ্ট উপায়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্ ॥
নষ্টপ্রয়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

(ভাঃ—১।২।১৭-১৮)

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত উপরোক্ত উপায় অবলম্বনে অনর্থের প্রাবল্যনাশের পর নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধক যখন ক্রমে কষায় দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তার উপায়ও নারদের পার্ষদ দেহ লাভ প্রসঙ্গে ভাগবত বলেছেন—''মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্'' এবং ''সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ'' (ভাঃ—১।৬।২৩-২৪) অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে কাম বা লোভ এবং দীর্ঘকাল সাধুসেবার দ্বারা কষায় নাশ হয়। সাধুসঙ্গে ক্রমে ভগবৎ প্রাপ্তিতে লোভ বা কাম জাত হলেই কষায় দুর্বল হতে থাকে। ঐ কালে সাধক খুব সতর্কতার সহিত অসাধুসঙ্গত্যাগ অর্থাৎ কর্মী-জ্ঞানী-যোগীর সঙ্গবর্জন পূর্বক সৎসঙ্গ ধরে যদি তীব্র ভজন করেন তাহলে ক্রমে কষায় নির্ধূত দশা লাভ করে পার্ষদত্ব লাভের যোগ্যতা দান করে। এই পর্যন্তই-এ সাধকের সাধনের গতি, সেই সঙ্গে ভয়ও বটে। ❑

লোকলজ্জা ভজনের বাধা

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

অনুচিত কর্মের জন্য অন্তরে সংকোচবোধ বা গোপনীয় বিষয় প্রকাশে চিত্তের সংকোচভাবকে লজ্জা বলে। এই সংসারে দৈব ও আসুর ভেদে দুইপ্রকার লোক দেখা যায়। তার মধ্যে দৈবপ্রকৃতির লোকেরা সংসার হতে মুক্ত হবার যোগ্য। লজ্জা তাদের একটা গুণ। লজ্জা আছে বলে লোকেরা অপকর্ম করতে ভয় পায়। লোকে লজ্জা দিবে, তিরস্কার করবে বলে পরদ্রব্য চুরী, পরস্ত্রীগমণ, হিংসা প্রভৃতি দুস্কর্ম করতে পারে না। যাদের লজ্জা নাই তারাই আসুরী প্রকৃতির ও তারা সমাজের বহুবিধ

অসৎকর্ম করে থাকে। এরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম করে সেই কর্মকে দোষ বলে বিবেচনা করে না। তারা বলে ধুমপান, মদ্যপান, অমেধ্য আহার, বারবনিতা গমন প্রভৃতি কর্ম বহুলোকে করে থাকে সুতরাং তাদের করতে দোষ কি?

এই লজ্জাই আবার কোন কোন সময় ধর্মপথের অন্তরায় হয়। অনেক মানুষ বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে বিড়ি, সিগারেট, তাস পাসাদি খেলে সময় কাটাতে পারে কিন্তু গুরুজন, বৈষ্ণব বা সাধুজনকে প্রণাম করতে তাদের যত লজ্জা। জগতের নামী দামী লোকেদের কাছে মস্তক নত করলেও ভগবান ও সাধুর কাছে মস্তক নত করতে যত লজ্জা। তারা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে প্রণাম করতে লজ্জা পায়। পাছে সঙ্গীরা ঠাট্টা করে বলে তুমি যে বড়ই ভক্ত হয়ে গেলে, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্রদের কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে নাকি এই ভয়ে তুলসী প্রণাম, সন্ধ্যা আহ্নিক করতে লজ্জা বোধ করে। গলায় তুলসী মালা ধারণ করতে পারে না, কপালে তিলক করতে ভয় পায়। এইসব সাজসজ্জা করা অসভ্যতা বলে মনে করে। যদি কেউ সাধুসঙ্গের দ্বারা সাধুর কথা শুনে গলায় মালা পরে, শিখা রাখে তাহলে অনেকে মালা ছিঁড়ে দেয়, শিখা কেটে দেয়। আবার কেউ কেউ স্মার্ত্তগুরু অসন্তুষ্ট হবে ভেবে মালা ছিঁড়ে দিয়ে অমেধ্য আহার গ্রহণ করতে শুরু করে ।

ভজনোন্মুখ কনিষ্ঠ অধিকারী ভজন করতে শুরু করলে লোকলজ্জার ভয় তার পক্ষে যে কত অনিষ্টকারক, তা সেই পথের পথিক ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। গৃহে মৎস্যাদি অমেধ্য খাবার পরিত্যাগ করে সাত্ত্বিক আহারের কথা উঠলেই যেন গৃহে বিপদের সূত্রপাত হয়। ছেলের বুঝি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। এখন থেকে এসব কি? এসব ছাড়, বয়স হলে তখন করবে। অনেকে সৎপথে যেতে পর্যন্ত বাধা দেয়। কোন ছেলের যদি সাধুসঙ্গে হরিভজন করবার প্রবৃত্তি জাগে সে সাধারণ জনগণ যাদেরকে নিয়ে সংসারের সকল কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বিচার তাদের কটাক্ষ বাক্য বা উপহাস বাক্যের ভয়ে বা লজ্জায় হরিভজন করতে পারে না। লজ্জায় ভয়ে মঠমন্দিরাদিতে আসতে পারে না। ভাগবত কথা শুনতে যেতে পারে না।

লোকলজ্জা পরমার্থ পথের পরম শত্রু। যাদের হৃদয় দুর্বল, তাদের ভজন পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কষ্টকর। কলিকালে নিজের ইন্দ্রিয়গুলি ভজনের প্রতিকূল। ভজনপথের প্রতিকূল বিষয়গুলির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করতে হবে। হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিশ্চয়তার সহিত সাধুগণের উপদেশ-মত প্রতিকূল কাজকে বর্জন ও অনুকূল কাজকে গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা অবশ্যই দরকার।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজল ছুটে পায়, কৃষ্ণের চরণ ॥

সুতরাং অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতেই হবে। প্রকৃত মঙ্গলকামী জনমাত্রকেই অসৎগণ ভালো বলুক বা মন্দ বলুক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সাধুসঙ্গ করতে হবে। সাধুদিগের নিকট হরিকথা শ্রবণ করতে করতে অসৎসঙ্গ ত্যাগ হয়। অসৎ কে? যোষিৎসঙ্গী কৃষ্ণের অভক্তগণ অসৎ। যারা মিথ্যাকে আশ্রয় করে থাকে, শৌচাশৌচ জ্ঞান নাই, দাম্ভিক, ক্রোধী, নিষ্ঠুর, গ্রাম্যকথায় কাল কাটাই বা তাস-পাশা প্রভৃতি খেলে আয়ু ক্ষয় করে, যাদের অন্তরেন্দ্রিয় বহিরেন্দ্রিয় দমনের কোন চেষ্টা নাই, যারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, বিষয়ী, ভোগপরায়ণ, ভক্তদ্বেষী তারাই অসৎ। তাদের সঙ্গ করলে যশ, আয়ু ও সৌভাগ্যাদি সব নষ্ট হয়। এদের সঙ্গ ভোগপিপাসাকে বর্দ্ধিত করে।

অপরদিকে ভগবানের নামকীর্ত্তনে কোন লজ্জা নাই, শ্রীনারদ ঋষি নিজ শিষ্য ব্যাসদেবের নিকট বলেছেন—

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরন্।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসর ॥
(ভাঃ—১।৬।২৭)

অর্থাৎ ‘‘তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করে শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামসমূহ অনবরত কীর্ত্তন করতে করতে পৃথিবী পর্যটন করতে লাগলাম এবং সন্তুষ্ট চিত্তে সকলপ্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করে নিরহঙ্কার ও মাৎসর্যহীন হলাম।’’ নারদ মুনি অমানী ও মানদ হয়ে নামকীর্ত্তনকালে লজ্জা করতেন না। নাম ও নামী অভিন্ন এই উপলব্ধি হলে জীবের লজ্জা থাকে না।

অনেকে নাট্যমন্দিরে হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রণাম ও নৃত্য করতে লজ্জা পান। শুধু তাই নয় সেই স্থানে প্রণাম করলে বহুদামীর শাড়ীটা বা জামাটা নষ্ট হয়ে যাবে বলে মস্তক নত করে না। আমি সমাজের একজন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি, আমি মস্তক নত করলে আমি সকলের কাছে ছোট হয়ে যাব এই বিচারে মস্তক নত করতে লজ্জা পায়। শ্রীভগবান বলেছেন—

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে গায়তে নৃত্যতেঽপি চ
কুলকোটি-সমাযুক্তো লভতে মামকং পদম্ ॥
(হরিভক্তিবিলাস—৮।১৬২)

অর্থাৎ যিনি লজ্জা ত্যাগ করে মৎসন্নিধানে অধ্যয়ন ও সঙ্গীত কিংবা নৃত্য করেন, মদীয় ধামে তিনি কোটি কুলসহ বাস করেন। ‘‘স্বাভাবিকেন ভগবান প্রীণিতীত্যাহ শৌনকঃ’’

অর্থাৎ শৌনক ঋষি বলেছেন স্বাভাবিক নৃত্য গীত দ্বারা ভগবান সুখী হয়ে থাকেন। কিন্তু ভক্তগণ যখন নৃত্য গীত করেন তখন তা বসে থেকে দেখলে জন্মে জন্মে খোঁড়া হতে হয়। নৃত্যাদিকালে ভক্তগণকে ও ভগবানকে আড়াল করে তার মধ্যে গমন করলে তির্যক যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানের জন্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, প্রণাম, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠান আমাদের গুরুবর্গগণ করে গেছেন। কোন সৌভাগ্যাবান জীবের যখন তাতে বিশ্বাস বা দৃঢ় অনুরাগ জাগে, তখন তিনি কৃষ্ণসুখ হেতু লৌকিক বৈদিক ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হন, তখন লজ্জা, ভয় অথবা নিজ পরিজনের তাড়ন-ভর্ৎসনের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। ''সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের সেবন''। অভক্ত নিন্দামুখর সমাজ কি বলবে সেই দিকে ধ্যান দিলে প্রকৃত মঙ্গল লাভ হয় না সুতরাং লোকলজ্জা ভজনের বাধা। ❑

গৌড়ীয় দর্শনে প্রচার

সংগ্রাহকঃ- শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ, বাগবাজার কলকাতা

প্রচার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকৃষ্ঠরূপে আচার। সেই অর্থে শুদ্ধ আচরণকেই প্রচার বলে। শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম শাশ্বত আদি, নিত্য ও সনাতন ধর্ম। এক কথায় এই ধর্মকে ভাগবত ধর্মও বলা যায়। এই ধর্মের প্রচারই গৌড়ীয়গণের প্রচার। বেদ বা তদনুগত শাস্ত্রের দুটি বৃত্তি হয়েছে। যথা অভিধাবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। মুখ্য বৃত্তিকে অভিধাবৃত্তি বলে এবং গৌণ বৃত্তিকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। যথা ''ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—ভগবান্'' আবার 'ব্রহ্মের' গৌণার্থে সেই ভগবানের অঙ্গকান্তিকে বোঝায়। অতএব কোনো একটি শব্দের বৃত্তি বিশেষে অর্থ ভিন্ন ভিন্ন কথিত হয়। গৌড়ীয়গণ যা প্রচার করেন তার একটি মূল দিক হলো—তাঁরা শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তিকে অবলম্বন পূর্বক নিরাগ বক্তার ভূমিকায় অনুভূত বাস্তব সত্যের কথাই প্রচার করেন। প্রকৃত অর্থে সত্য অনুভূত না হলে বা বস্তুর স্বরূপ যথার্থ অনুভূতি ব্যতীত প্রচার নিত্য মঙ্গল দান করে না। এই জগতে বহু প্রচারক দেখা যায় তারা তাঁদের মত ও পথের বিবিধ ভঙ্গিমায় প্রচার করেন। প্রত্যেকেই শাস্ত্রবাণী অবলম্বনপূর্বকই প্রচার করেন যদিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে সমস্ত সম্প্রদায়কে স্ব-অধিকারচিত সম্মানপূর্বক নিজ সম্প্রদায় অধীনস্থ আচারের অনুগমনে নিজ ভজন চেষ্টা বা সাধন চেষ্টা করবার উপদেশ করেছেন। তথাপি আলোচনা প্রসঙ্গে বললে দ্বিরুক্তি হয় না যে শাস্ত্রের অভিধাবৃত্তি ও সত্য অনুভূতি ব্যতীত প্রচার জীবকে নিত্যানন্দ দান করে না, তাই বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বী সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্ম প্রচারিত হলেও জীবের চরম শান্তি বা সমাজের পরম মঙ্গলকারক উপায় দানে তাঁরা অসমর্থ।

তাই গৌড়ীয়গণের উপদেশ ''আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়—আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়'' তাই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধভক্তি দান করবার জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু স্বরূপে প্রকটিত হয়ে ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্বক শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য আচরণমুখে শিক্ষা দিয়েছেন। গৌড়ীয়-গণও সেই আদর্শের অনুগমনে সেই কথাকেই প্রচার করেন বা করবার উপদেশ দান করেন যা তাঁরা আচরণ করেন। এর উর্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের উক্তিতে প্রচার সম্বন্ধে আরও পরিস্কৃত বক্তব্য হল—''গোপীগণের জীবনাদর্শ স্বতঃই প্রচার্য্য বিষয় হয়েছিল। তাঁরা কৃষ্ণপ্রীতি সম্বন্ধে কখনও প্রচার করে বেড়ান নি''। অর্থাৎ ব্রজবাসীগণের শুদ্ধ জীবনাদর্শ ও শুদ্ধ নির্মল ভগবদ প্রীতি জগত জীবের কাছে স্ফূর্ত্তভাবে আচরিত ও প্রকাশিত হয়েছে। তাই গৌড়ীয়গণ সেই আদর্শের অনুগমনে নিরপেক্ষ ভাবে বাস্তব সত্যের কথাকে আচরণ মুখে কীর্ত্তন করেন এবং প্রচার করেন। সেই প্রচার শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী কথার পরিবর্তে শ্রোতা ও বক্তার আত্মমঙ্গলকারী প্রচার। যারা কেবলমাত্র বেশোপ-যোগী, জীবিকাপযোগী প্রচার করেন—গৌড়ীয়গণ তার প্রবল বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন। তাঁদের (গৌড়ীয়গণের) প্রচার গুরুগৌরাঙ্গের নিত্য কিঙ্কর জ্ঞানে কৃষ্ণ ও কার্ষের সুখের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তাঁরা নিরপেক্ষভাবে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন করেন, তাঁরা বাস্তব সত্যের প্রচারক, তাঁরা ছলভক্তি, মিছাভক্তি, আরোপ-সিদ্ধভক্তি বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির প্রচারক নন। তাঁরা কেবলমাত্র উত্তমাভক্তির প্রচারক।

গৌড়ীয়গণের প্রচার্য্য বিষয় নিত্য শুদ্ধ চিন্ময় কৃষ্ণের নাম

ধাম, গুণ লীলাদি। তাঁরা কখনই নিজের মনগড়া সিদ্ধান্তকে প্রচার করেনা। তাঁরা আম্নায় ধারায় আগত বা শ্রতেক্ষিত পন্থায় আগত বাণীসমূহের ধারক ও বাহকমাত্র। সেই বাণীর নিত্য অনুকীর্ত্তনকারী তাঁরা। ''আচার ঢাল'' ''প্রচার তরবারী''— শ্রীল আচার্য্যদেবের এই বাণীর অনুসরণে গৌড়ীয়দের প্রচার। শ্রীলপ্রভুপাদ গৌড়ীয়গণের প্রচারকে জীবন্ত মৃদঙ্গরূপে আখ্যা দিয়েছেন। এই শব্দটি শ্রীলপ্রভুপাদের অভূত-পূর্ব অশ্রুতপূর্ব এক আবিস্কার। মৃদঙ্গ কেবলমাত্র হরিকীর্ত্তনের উদ্দীপনকারী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। তাঁর ধ্বনি যতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হরিকীর্ত্তন ততদূর পর্য্যন্ত প্রচারিত। গ্রন্থকে শ্রীল প্রভুপাদ বৃহৎ মৃদঙ্গ বলেছেন। গ্রন্থে কৃষ্ণ ও তদভক্তের নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও করুণাদির কথা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। সেই গ্রন্থের গতি মৃদঙ্গের থেকে বৃহৎ। তাই এটি বৃহৎ মৃদঙ্গ নামে প্রকাশিত। তাঁর উপরে জীবন্ত সদঙ্গ বা চিদঙ্গ। অর্থাৎ মৃদঙ্গ বা বৃহৎ মৃদঙ্গ তাকে প্রচার করবার জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু আচরণশীল সাধু এমন একটি মৃদঙ্গ যিনি স্বয়ং হরিকীর্ত্তনের সহায়ক। যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ তদ্‌ভক্তের নাম রূপ, গুণ লীলা, করুণাদির লীলার বাহক। তাই তিনি জীবন্ত। তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন,—

''ব্রজবাসীগণ প্রচারক ধন।
প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে যার সে হেতু প্রচার।
প্রতিষ্ঠাশাহীন কৃষ্ণ গাথা সব'' ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর উপদেশ অবলম্বনে বলেছেন—

দৈন্য, দয়া, অন্যে মান প্রতিষ্ঠা-বর্জন।
চারি গুণে গুণী হই করহ কীর্ত্তন ॥

গৌড়ীয়গণ এই চারগুণে স্থিত হয়ে প্রচার করেন এবং যারা এই গুণে গুণী হয়ে পুর্ণ হয়ে প্রচার করেন তারাই প্রকৃত প্রচারক বা প্রকৃত সাধু। ❑

জনপথ সমাচার সংবাদ পত্রে প্রকাশিত শিলিগুড়িতে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক আয়োজিত সেমিনার

সिलीगुड़ी 4 जनवरी 2015
जनपथ समाचार
गौड़ीय मिशन का दो दिवसीय सेमिनार संपन्न

মহারাজের পুনে শহরে শিক্ষা প্রচার

গত ২৫শে জানুয়ারী, ২০১৫ রবিবার পুনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Vamnicom (Jubilee Hall), এ Ayarvatra Educational Trust কর্ত্তৃক আয়োজিত Seminar এ Meta Schooling বিষয়ে আলোচনা হয়। গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ''তৎকর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতিযর্য়া''—শ্লোক অবলম্বনে বর্ত্তমান প্রগতিশীল বিজ্ঞানের যুগে জড়বিদ্যা আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরাবিদ্যার আলোচনার আবশ্যকতা বিস্তার পূর্বক বলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বেদ, পুরাণ, উপনিষদের বাস্তব বিজ্ঞান সমন্বিত জ্ঞানের চর্চা করেন। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে Shri Sanjeeb Patjoshi, IPS, IG, Director Vamnicom Chanchal Malviya, New solutions in Education for Global leadership উপস্থিত ছিলেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গোস্বামীপাদের স্বপার্ষদ বাংলাদেশে প্রচার

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কোলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উক্ত সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সংসদ সদস্য অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা (শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের শিক্ষা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য জলঢাকা ১৪ নীলফামারী ৩), বিশেষ অতিথি ছিলেন ইলিয়াস হোসেন

বাবলু (মেয়র জলঢাকা পৌরসভা), অনিল কুমার (কাস্টমস অফিসার), প্রফুল্ল কুমার (প্রধান শিক্ষক, জলঢাকা) কালীগঞ্জ, রনজিৎ কুমার কাউন্সিলার জলঢাকা পৌরসভা। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য গোলাম মোস্তাফা। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের রচিত ''সখী, শ্রীহরি কেমন বল? যার নাম শুনে এত প্রেম জাগে চোখে আসে কেন জল'' গীতি থেকে অনেক শাস্ত্রীয়ভাষা সংযত ভাবে তুলে ধরে সবাইকে মুগ্ধ করেন। এরপর হরিকথার প্লাবন বহন করে শ্রীপাদ ভক্তি স্নাত সজ্জন মহারাজ সকল ভক্তগণকে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। পরমারাধ্যতম শ্রীলগুরুদেব ভাষণে বলেন—''কলিযুগে যুগধর্ম নামসংকীর্ত্তন প্রদানের জন্য কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব।'' পরিশেষে নৃত্যযোগে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা এক গোলকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উক্ত সভায় প্রায় ৫ হাজার ভক্ত সমাগম হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জগদীশ দাসাধিকারী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় আশ্রম, জলঢাকা, চেরেঙ্গা। ভাগবত ধর্ম-সভাটি উক্ত দেশের সরকারী টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়।

১০ম দিন ২৫।১২।২০১৪ তারিখে সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শিক্ষিত ছেলে ও ভক্তদের নিয়ে পারমার্থিক ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস করেন। সকাল ৯ টার পর শ্রীতিতিক্ষব কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গৃহে শুভ বিজয় করে সেবাসচিব মহারাজ ও শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ হরিকথা পরিবেশন করেন। তারপর ভক্তি প্রদীপ আশ্রমে গুরুদেব ও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ শুভ পর্দাপন করেন ও কার্তিক প্রভুর বাসভবনে প্রসাদ সেবন করে, ডিমলা চাপানী দিঘীর পার স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে ভাগবত ধর্মসভায় বিশেষ বক্তারূপে বক্তব্য দেন শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীসুনু দাসাধিকারী, শ্রীতিতিক্ষব কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, প্রধান বক্তারূপে হরিকথা পরিবেশন করেন শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ। উক্ত সভায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ শামসুল হক (চেয়ারম্যান চাপানি)। তথায় প্রায় ৫৫০ জন ভক্ত সমাগম হয়েছিল। সভা শেষে সকলে সোনাখুলী প্রদীপ প্রভুর বাড়ীতে প্রসাদ সেবন করে রাত্রে রংপুরে হাসি বণিকের গৃহে শুভবিজয় করেন।

১১তম দিনে ২৬।১২।২০১৪ তারিখে শ্রীকরুনাময়ী, কালিবাড়ী নবাবগঞ্জ বাজার, রংপুর ভাগবত ধর্মসভায়

প্রথমে বিশেষ বক্তারূপে বক্তব্য রাখেন শ্রীশচীসুনু দাসাধি-কারী। প্রধান বক্তা হিসাবে হরিকথা বলেন শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ। তিনি নারদমুনির মহিমা, গোবৎসহরণলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্মদর্শন ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় দু'হাজার বেশি ভক্তের সমাগম হয় পুজ্যপাদ সজ্জন মহারাজের কৃষ্ণকথায় যেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের ব্রজগোপীভাবময়ী পরিবেশকে উদ্ভাসিত করে নৃত্য কীর্ত্তনে

মেতে উঠে সকলের প্রাণ এবং সকল শ্রোতাভক্তগণকে খিচুরী প্রসাদ সেবন করানো হয়।

১২তম দিন ২৭।১২।২০১৪ তারিখ রংপুরে হাসি-বনিক ভক্ত মহাশয়ের বাসভবনে শিক্ষিত শ্রদ্ধালু ভক্তদের নিয়ে পারমার্থিক ইষ্টগোষ্ঠী করেন শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের আরতী ও ভজন কীর্ত্তন ও প্রসাদ সেবনান্তে বাগপুর চোত্তাপাড়া রাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় আশ্রমে প্রথমে বক্তব্য রাখেন শ্রীচৈতন্যচরন দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীশচীসূনু দাসাধিকারী শ্রীভরত মহারাজের চরিত্র বর্ণন করেন। প্রধান বক্তারূপে শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমা, কেশব কাশ্মীরি ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গের মাধ্যমে জড়ীয় জ্ঞানের হেয়তা দেখিয়ে পরাবিদ্যার সার্থকতা সুদার্শনিকভাবে তুলে ধরেন। সভায় প্রায় চার হাজার ভক্তের সমাগম ছিল। পরিশেষে তথায় প্রসাদ সেবনান্তে দলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল আশ্রমে ফিরে আসেন।

১৩ তম দিন ২৮।১২।২০১৪ তারিখে স্বপার্ষদ শ্রীল গুরুদেব তুষভাণ্ডারস্থিত শ্রীসুরবন্দ দাস মহাশয়ের বাসভবনে শুভ পদার্পণ করেন। তুষভাণ্ডার সুন্দ্রাহরি এলাকায় সান্ধ্য লগ্নে এক ছোট ভাগবত কথার আসর বসান শ্রীপাদ ভক্তি-স্নাত সজ্জন মহারাজ। প্রায় ২০০ ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট হতে ভাগবত কথা শ্রবণ করে আনন্দিত হন।

১৪তম দিন ২৯।১২।২০১৪ তারিখে দলগ্রাম শ্রীভক্তি-কেবল আশ্রমের সেবা উদ্যোগে গুরুপূজার আয়োজন করা হয়। শ্রীগুরুপূজায় প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি ভক্ত সম্মেলন হয় এবং ৫০০ অধিক সজ্জনব্যক্তিদের হরিনাম দীক্ষা প্রদান করেন পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব। সভায় শ্রীগুরুমহিমা কীর্ত্তন করেন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় ভক্ত দেবদেব জগন্নাথ দাসাধিকারী, শ্রীবিমলাপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীজগদীশ পন্ডিত দাসাধিকারী ও ধরনীধর দাসাধিকারী সহ অন্যান্য গৃহস্থভক্তবৃন্দ।

১৫তম দিন ৩০।১২।২০১৪ তারিখে শ্রীল গুরুদেবের বিদায়লগ্নে অগণিত ভক্তের ঢল ক্রমে দলগ্রাম শ্রীভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে। সকালবেলা অমৃতময় প্রসাদ সেবন অন্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পিতৃপুরুষ তথা তাঁর পার্ষদগণের এবং শ্রীগৌড়ীয় গুরুবর্গের জন্মভূমি বাংলাদেশ এবং বঙ্গবাসীদের হৃদয় জয় করে শ্রীগুরুগতপ্রাণ হাজারো ভক্তের আর্ত্তিযুক্ত প্রেমবারিতে সিক্ত হয়ে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব বঙ্গবাসীভক্তদের বিরহ সাগরে ভাসিয়ে বুড়িমারী সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ❑

৩৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় (২০১৫) বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের পুস্তক বিপনি (নং ৩৬৮)র শুভ উদ্বোধন

কলকাতা, জানুয়ারী ২৯ ঃ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বহু কবি-সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী বিদেশী দূতাবাসগুলির প্রতিনিধিসমূহ এবং অগণিত জ্ঞানীগুনিজনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ৩৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলার উদ্বোধনের কিছু পরেই মেলাপ্রাঙ্গণে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের ৩৬৮ নং স্টলের শুভ উদ্বোধন হল এক অসামান্য ভক্তিরসাপ্লুত পরিবেশে। উদ্বোধন করলেন পরম ভক্তিমান শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ রায়, অবসরপ্রাপ্ত আই. পি. এস. ও রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন আই. জি., হেড কোয়ার্টার। সাহিত্যিক শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য, পাবলিশার্স এ্যাণ্ড বুকসেলার গিল্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাদের এবং বহু বৈষ্ণব ভক্ত ও ভক্তিমতী কন্যা-জননীদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য ও মাধুর্যকে ব্যাপ্তি দান করে।

শ্রীরায় তাঁর বিনম্র ভাষণে ইতিহাসে এবং তৎকালীন গৌড়ীয় সমাজে মহাপ্রভুর বিশেষ অবদানগুলির উল্লেখ করে বলেন যে তিনি আপামর জনগণকে

প্রেমধর্মের দ্বারা একত্রিত করে এক নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ''চণ্ডালোনি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'' অর্থাৎ হরিভক্তি থাকলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণের থেকে উচ্চস্তরের মানুষ, একথার মাধ্যমে তিনি ভক্তির জোয়ারে সামাজিক ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের চাপে ন্যুব্জ বাঙালী সমাজ নূতন দিশার সন্ধ্যান লাভ করেছিল।

শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাচীনত্বের কথা উল্লেখ করে গৌড়ীয় মিশনের বিভিন্ন কর্ম-কাণ্ড, বিশেষতঃ বর্তমানের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম প্রকল্পের, সাফল্য কামনা করেন।

শ্রীরায় ও শ্রী দে যুগ্মভাবে গৌড়ীয় মিশন প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের শুভ উন্মোচন করেন। সমাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মিশনের সহকারী সচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ। এই স্টলের নির্মান থেকে সজ্জা-বিন্যাস সমগ্র বিষয়টির পরিচালনায় ছিলেন ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ।

আগ্রহী পাঠক ও ক্রেতাদের সুবিধার্থে মিশনের এই স্টলে প্রায় চার হাজারের বেশী গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়েছিল। ❑

আসামে উগ্রবাদী পীড়িত শরণার্থী শিবিরে গৌড়ীয় মিশন

বোরো উগ্রপন্থীদের অত্যাচারে পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসীদের পাশে দাঁড়াল গৌড়ীয় মিশন। গত ৫ই জানুয়ারী, ২০১৫ তারিখ আসাম-স্থিত মাজবাট অন্তর্গত বাহাদুর আদর্শ নিজরাপাড়া ব্রহ্মমন্দিরে লাঞ্ছিত ও দুর্গত আদিবাসীদের আশ্রয় সরকারী শরণার্থী শিবিরে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক খিচুরী প্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রায় ৭০০ জন আদিবাসীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আসাম গুয়াহাটি মন্দিরের মঠাধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ দাস ব্রহ্মচারীর পরিচালনায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। এছাড়া শ্রীরামচন্দ্র দাস, শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাস, শ্রীভববন্ধনচ্ছেদ দাস, শ্রীমনীন্ড দাস, শ্রীসুভাষ দাস ও উত্তম ঘোষ আদি ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি N. E. TV News এ ঐ দিন সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া অসমীয়া ভাষায় ''দৈনিক অগ্রদূত'', হিন্দী ভাষায় ''পূর্ব্বাঞ্চল প্রহরী'' এবং ইংরাজী ভাষায় The Assam Tribune সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশিত হয়। তারই উদ্ধৃত অংশ প্রদর্শিত হইল—

SATURDAY, JANUARY 10, 2015 THE ASSAM TRIBUNE, GUWAHATI 7

Gaudiya Mission team visits relief camp

GUWAHATI, Jan 9 – A team from the Gaudiya Mission's Guwahati centre recently visited the Mazbaat relief camp of Sonitpur district and distributed *maha prasadam* and *bhog* among the camp inmates under the guidance of the Mission in-charge Hari Pada Das. The team also conducted *Harinaam Kirtan* and prayed for the well being of the inmates. It may be mentioned here that the Guwahati centre of the international socio-religious organization has been rendering such services from time to time at different places across the state. – Staff Reporter

বিশেষ নিবেদন

এতদ্বারা সকল সজ্জনমন্ডলীদের জানানো হইতেছে যে, মিশনের বর্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশন করিবার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে। সকল শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে উক্ত গ্রন্থআনুকূল্য প্রদান করিয়া নিজ নাম নথিভুক্ত করুন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রচারে সহায়তা করুন।

বিঃ দ্রঃ- Cheque/ Draft এই নামে পাঠাবেন "Gaudiya Mission Book Department" A/c No. 0090010381604, IFSC Code No- UTBI UBAZ101, United Bank of India, Baghbazar Branch, এই দান আয়কর বিভাগের 80G ধারায় কর মুক্ত হইবে।

যোগাযোগ ঃ ০৮৪২০৬৯২৯৫২

প্রকাশিতব্য গ্রন্থাবলী

	বাংলা বইয়ের নাম	টাকা
	নব্য প্রকাশিতব্য:—	
১।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৩০,০০০/-
২।	শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ	২৫,০০০/-
৩।	অবতারী ও অবতার	৩০,০০০/-
৪।	শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠহার	৭৫,০০০/-
৫।	শ্রীভাগবতার্কমরিচীমালা	১,৩০,০০০/-
৬।	শ্রীরামচরিত	২,৫০,০০০/-
৭।	শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত ব্যাখ্যা	৫০,০০০/-
৮।	শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী	৫০,০০০/-
৯।	স্তবাবলী (অপর্ণাদেবী)	৮০,০০০/-
১০।	শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু (বিশ্বনাথ টীকা)	২,০০,০০০/-
১১।	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম	৬০,০০০/-
১২।	সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়	২০,০০০/-
১৩।	দ্বাদশ আলবর	২০,০০০/-
১৪।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৪০,০০০/-
১৫।	সাধনপঞ্চক এবং অর্থপঞ্চক	৪০,০০০/-
১৬।	ছাত্রদের শ্রীভক্তিবিনোদ	৪০,০০০/-
১৭।	চারসম্প্রদায় আচার্য	৫০,০০০/-
১৮।	শ্রীপ্রেমবিবর্ত	৫০,০০০/-
১৯।	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী	২০,০০০/-
২০।	শ্রীল হরিদাস ঠাকুর	৪০,০০০/-
২১।	প্রশ্ন উত্তরে শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু, গীতাবলি গীতমালা মনঃশিক্ষা, শিক্ষাষ্টক ও নামাষ্টক	৬০,০০০/-
২২।	গৌড়ীয় দর্শন	৪০,০০০/-
২৩।	সৃষ্টিলীলা রহস্য	৬০,০০০/-
২৪।	শ্রীদামোদরাষ্টকম্ (শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের টীকা অনুবাদ সহ এবং শ্রীহরিজন মহারাজের ভাষ্যসহ)	২,৫০,০০০/-

	বাংলা বইয়ের নাম	টাকা
	নব্য প্রকাশিতব্য:—	
২৫)	শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবত্তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ	১০,০০০/-
২৬)	শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী	১০,০০০/-
২৭)	ক্যুইজ অন্ শ্রীচৈতন্যদেব	১৫,০০০/-
২৮)	সমাজ সেবায় গৌড়ীয় মিশন	২০,০০০/-
২৯)	গৌড়ীয় মিশনের সন্দেশ	১৫,০০০/-
৩০)	দৈনন্দিন সমস্যা এবং তার সমাধান	১৫,০০০/-
৩১)	ক্যুইজ অন্ গীতা	২০,০০০/-
৩২)	আপনার সমস্যা, শাস্ত্রের সমাধান (প্রশ্ন-উত্তর)	৫০,০০০/-
৩৩)	সাধ্য-সাধন-সার	১০,০০০/-
৩৪)	নতুন সাধকদের-মার্গ-দর্শিকা	৩০,০০০/-
৩৫)	সদাচার ও শিষ্টাচার	১০,০০০/-
৩৬)	শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমিয় বাণী	১৫,০০০/-
৩৭)	শ্রীতুলসী ও শ্রীগঙ্গা মাহাত্ম্য	২০,০০০/-
৩৮)	গৃহীভক্তের আচরণ বিধি	১০,০০০/-
৩৯)	বৈষ্ণব মাহাত্ম্য	১০,০০০/-
৪০)	তত্ত্বজ্ঞান	১০,০০০/-
৪১)	প্রভুপাদ কে?	১০,০০০/-
৪২)	মঠ ও মঠবাসীর কৃত্য	১০,০০০/-
৪৩)	অপরাধ চতুষ্টয়	১০,০০০/-
৪৪)	কপিল দেবহুতি সংবাদ	২০,০০০/-
৪৫)	গৌড়ীয় গুরুবর্গের বাণীসমূহ	২০,০০০/-
৪৬)	চিত্রে নরক বর্ণন	৫০,০০০/-
৪৭)	প্রবন্ধাবলী (শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজ)	২০,০০০/-
৪৮)	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কীরূপ বুঝিয়াছে	২০,০০০/-
৪৯)	ছবিতে ভক্ত ধ্রুব	১,০০,০০০/-
৫০)	ছবিতে ভক্ত প্রহ্লাদ	১,২০,০০০/-
৫১)	ছবিতে রামায়ণ	১,৫০,০০০/-

৫২)	ছবিতে কৃষ্ণলীলা	১,৫০,০০০/-
৫৩)	ছবিতে শ্রীল প্রভুপাদ	১,১০,০০০/-
৫৪)	ছবিতে নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর	১,২০,০০০/-
৫৫)	ছবিতে ষড়-গোস্বামী	১,৪০,০০০/-
৫৬)	ছবিতে নরক বর্ণন	১,৩০,০০০/-
৫৭)	ছবিতে শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর	১,২৫,০০০/-
৫৮)	ছবিতে দ্বাদশ মহাজন	১,১৫,০০০/-

পুনঃ প্রকাশিত :—

৪৯।	শ্রীআলবরনাথের লীলাবলী	২০,০০০/-
৫০।	বৈষ্ণব সেবা ও বৈষ্ণব অপরাধ	২০,০০০/-
৫১।	আচার্যদেবের পত্রাবলী	২০,০০০/-
৫২।	শ্রীল গুরু-মহারাজের শ্রীহরিকথা ৮টি খণ্ড প্রতিখণ্ড	@৩০,০০০/-
৫৩।	শ্রীল গুরু-মহারাজের উপদেশাবলী টি খণ্ড	@২৫,০০০/-
৫৪।	বিশ্বশান্তি লাভের উপায়	১০,০০০/-
৫৫।	শ্রীল আচার্যপাদের বক্তৃতাবলী ২টি খণ্ড	@২৫,০০০/-
৫৬।	ভক্তগণের দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গের সামান্য দিগ্‌দর্শন	১০,০০০/-
৫৭।	বৈষ্ণব হোম ও বৈষ্ণব শ্রাদ্ধবিধি	২০,০০০/-
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত সার	৬০,০০০/-
৫৯।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩টি খণ্ড (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও অনুভাষ্য সহ)	৬,০০,০০০/-
৬০।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	৪৫,০০০/-
৬১।	গৌড়ীয় মঠ কি?	১৫,০০০/-
৬২।	শ্রীলসরস্বতী ঠাকুর	৫৫,০০০/-
৬৩।	শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	৩,০০,০০০/-
৬৪।	গুরুবন্দনা	১৫,০০০/-
৬৫।	শ্রীভক্তিরত্নাকর	৪,০০,০০০/-
৬৬।	শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (সংক্ষিপ্ত)	৪০,০০০/-
৬৭।	স্তবমালা	৭৫,০০০/-
৬৮।	স্তব রত্নমালা	৫০,০০০/-
৬৯।	শ্রীল গুরু-মহারাজের উপদেশাবলী ১ম খণ্ড	২৫,০০০/-
৭০।	” ২য় খণ্ড	২৫,০০০/-
৭১।	নদীয়া প্রকাশের প্রবন্ধাবলী ১ম খণ্ড	২,০০,০০০/-
৭২।	” ২য় খণ্ড	২,৫০,০০০/-
৭৩।	শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-স্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্	২৫,০০০/-
৭৪।	চৈতন্য শিক্ষামৃত	১,১০,০০০/-
৭৫।	শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব	১,৪০,০০০/-
৭৬।	সরস্বতী সংলাপ	৩৫,০০০/-
৭৭।	প্রভুপাদের পত্রাবলী	৪০,০০০/-
৭৮।	আচার্য সংলাপ	৪০,০০০/-
৭৯।	অজামিল উপাখ্যান	১৫,০০০/-

কলকাতায় শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব

উপলক্ষে ত্রি-দিবসীয় বৈষ্ণব সম্মেলন ও আলোচনা সভা

বিপুলসম্মানপুরস্সরঃনিবেদনমিদম্,

এতৎদ্বারা সকল গৌরানুরাগী ভক্ত তথা কলকাতা মহানগরবাসী সুধীবৃন্দকে অতীব হর্ষের সহিত জানানো হইতেছে যে,

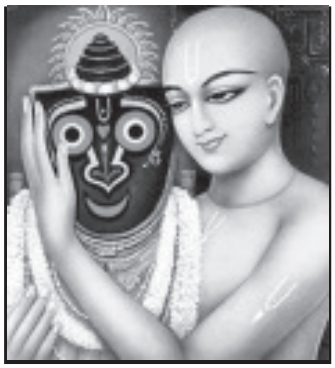

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ৫২৯ তম শুভ জন্মোৎসব মহাড়ম্বরের সহিত পালিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উত্তর কলকাতার বাগবাজারস্থিত **ভগিনী নিবেদিতা উদ্যান** পার্কে আগামী ৮ই মার্চ হইতে ১০ই মার্চ, ২০১৫, ত্রি-দিবসীয় অনুষ্ঠান হইবে। ৮ই মার্চ, রবিবার, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত শোভাযাত্রাটি ধর্মতলাস্থিত শহীদ মিনার ময়দান হইতে শুরু করিয়া লেনিন সরণী, ওয়েলিংটন, কলেজস্ট্রিট, শ্যামবাজার হইয়া ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে সমাপ্ত হইবে। ৯ই এবং ১০ই মার্চ একটি বিশেষ আলোচনা সভা তৎসহ প্রত্যহ ধর্ম সম্মেলন, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

বর্তমান যুগে হিংসা ও অশান্তির দিনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও প্রেমাদর্শের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে আমাদিগের এই প্রয়াস। অতএব মহোদয়, উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে আপনি আনুকূল্যপূর্বক সবান্ধবে যোগদান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপালাভে মানব জীবন সার্থক করুন—ইহাই প্রার্থনা।

নিবেদক

গৌড়ীয় মিশন সহ সমস্ত গৌড়ীয় সম্প্রদায়, ইস্‌কন, মহানাম সেবক সংঘ এবং পিপলস্ ফোরাম ফর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

অনুষ্ঠান সূচী

৮ই মার্চ, ২০১৫, রবিবার,	ঃ	**বিরাট বর্নাঢ্য নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা।**
সকাল ৯টা-১২টা		(শোভাযাত্রা শহিদ মিনার ময়দান হইতে লেনিন সরণী, ওয়েলিংটন, কলেজস্ট্রিট, শ্যামবাজার হইয়া ভগিনী নিবেদিতা উদ্যান পর্যন্ত)।
দুপুর ১২টা-১টা	ঃ	শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা।
দুপুর ২টা-৪টা	ঃ	বসে আঁকো প্রতিযোগিতা।
বিকাল ৪টা-৫টা	ঃ	বৈষ্ণব সম্মেলনের উদ্বোধন।
সন্ধ্যা ৫টা-৬টা	ঃ	**ধর্মসভা,** বিষয় ঃ শাস্ত্রীয় প্রমানে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব।
রাত্রি ৬টা-৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
৯ই মার্চ, ২০১৫, সোমবার	ঃ	**আলোচনাসভার উদ্বোধন।**
সকাল ১০.৩০টা-১.০০টা	ঃ	**উদ্বোধক ঃ** পশ্চিমবঙ্গের মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীকেশরীনাথ ত্রিপাঠী।
দুপুর ২টা-৪টা	ঃ	**আলোচনা সভা** (১ম পর্ব)। আলোচ্য বিষয় ঃ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান।
বিকাল ৪টা-৬টা	ঃ	**ধর্মসভা,** বিষয় ঃ—শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।
সন্ধ্যা ৬টা-৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
১০ই মার্চ, ২০১৫, মঙ্গলবার	ঃ	ক্যুইজ প্রতিযোগিতা।
সকাল ১০.৩০টা-১২.৩০টা		
দুপুর ১টা-৪টা	ঃ	**আলোচনা সভা** (২য় পর্ব)।
বিকাল ৪টা-৪.৩০টা	ঃ	পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠান।
সন্ধ্যা ৪.৩০টা-৬.৩০টা	ঃ	**ধর্মসভা,** বিষয় ঃ বর্তমান যুগে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা।
রাত্রি ৭টা-৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ।

আয়োজক ঃ গৌড়ীয় মিশন

সহযোগিতায় ঃ অন্যান্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়, ইস্কন, মহানাম সেবক সংঘ এবং পিপল্‌স্ ফোরাম ফর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— নগর-সংকীর্তনে যোগদানকারী সকল সংস্থাকে তাঁহাদিগের প্রচারগাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুসজ্জিত চিত্রপট স্থাপন এবং কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে। যোগদানকারী সকলে যথাশীঘ্র নাম নথীভুক্ত করিবেন। এ বিষয়ে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের সহিত যোগাযোগ করিবেন। কোন সম্প্রদায় মুখ্য উৎসব প্রাঙ্গনে প্রদর্শনী স্টলের জন্যও যোগাযোগ করিতে পারেন। মহাপ্রভু সম্পর্কিত নৃত্য, গান বা মৃদঙ্গবাদনকারী যে কোন ছোট ছোট সংস্থা এই মহতী অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে ইচ্ছুক থাকিলে শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/03/2015

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ দ্বাদশ খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। ৫২৯ গৌরাব্দের "শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা" প্রকাশিত হইয়াছেন।

শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোস্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org